ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৪২০
আগরতলা,১৯ আগস্ট,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘‘উত্তর জেলা হাসপাতালের বেহাল দশা, পরিকাঠামো উন্নয়ন দাবি’’ এই শিরোনামে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় আজ (১৯ আগস্ট, ২০২৫), প্রকাশিত সংবাদ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে, উত্তর জেলা হাসপাতালে হাসিনা বেগম নামে এক গর্ভবতী মহিলা যিনি গত ১৩ আগস্ট, ২০২৫ সিজারিয়ান অপারেশনের পর মৃত্যুবরণ করেন। রেকর্ড অনুযায়ী মৃত্যুর কারণ ছিল অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এম্বোলিজম। এ বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এনআইসিইউ (NICU) বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ গত কয়েক মাস আগে (মার্চ, ২০২৫) যোগদান করেছেন। সংশ্লিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ যত দ্রুত সম্ভব এটি সচল করার চেষ্টা করছেন। প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ ওয়ার্ডের সংস্কার ও স্থানান্তরের জন্য পিডব্লিউডি এর নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছ থেকে এস্টিমেট পাওয়া গেছে। এক্স-রে মেশিন বর্তমানে অকেজো। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হলেও মেরামতের কোনো ব্যবস্থা এখনো হয়নি। এটি সারাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে একটি পোর্টেবল এক্স-রে মেশিন সীমিত ক্ষমতায় চালু রয়েছে। হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে কর্মীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তবে কিছু কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। এজন্য ইতিমধ্যে পিডব্লিউডি নির্বাহী প্রকৌশলীর দ্বারা একটি নালা নর্দমা ও টয়লেট সংস্কারের জন্য এস্টিমেট প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি শীঘ্রই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। ডায়ালাইসিস ইউনিট হাসপাতালের প্রথম তলায় স্থাপিত হয়েছে। এটিকে ভূপৃষ্ঠ তলায় স্থানান্তরের কোনো সুযোগ নেই। হাসপাতালে র‍্যাম্প রয়েছে এবং এ বিষয়ে কোনো রোগীর অভিযোগ নেই। সর্বাধিক রোগী আগরতলা মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়- এই তথ্যটি সঠিক নয়। হাসপাতালে কোনো অনুমোদনহীন সংস্থা সক্রিয় নয়।

*****